প্রশ্ন : নজরানা প্রথা বা Tribute system কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। করে এর অবসান ঘটে?

উত্তর : চিনা সম্রাট প্রাচীনকালে যখন সামন্তপ্রভুদের জমি দিতেন, তখন তার বিনিময়ে সামন্তপ্রভুদের এলাকায় উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী সম্রাটকে নজরানা পাঠাতে হত। পরবর্তীকালে দুর্বল প্রতিবেশীদের কাছে প্রাধান্যের স্বীকৃতি হিসেবে চিনা সম্রাটকে নানাবিধ উপঢৌকন নজরানা হিসেবে পাঠানো হত। এই প্রথাটি নজরানা প্রথা নামে পরিচিত।

নজরানা প্রথা বা Tribute system এর বৈশিষ্ট্য :

ঝং গুয়ো তত্ত্ব অনুসারে চিন বিশ্বাস করত বর্গাকার পৃথিবীর ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত, যেখানে গোল স্বর্গের ছায়া পড়ে, সেখানেই চিন সাম্রাজ্য অবস্থিত। এই বিশেষ অবস্থানের জন্য অন্য সমস্ত জাতি চিনের অধীনস্থ। চিন তার দুর্বল প্রতিবেশী কোরিয়া, আন্নাম, শ্যাম প্রভৃতি দেশকে নিয়ে গড়ে তুলেছিল 'জাতি সমূহের পরিবার'। চিন মনে করত, পদমর্যাদায় সে সর্ব্বোচ্চ আর অন্যরা চিনের অধীন। আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের বিনিময়ে চিন প্রয়োজনে এই রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করত। এই আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে তারা চিনা সম্রাটকে যে উপঢৌকন দিত, তার নাম, ছিল নজরানা বা Tribute । আফিম যুদ্ধের আগে ইউরোপীয় বণিকরা নজরানা পদ্ধতি মেনে চলত। পাশ্চাত্য দেশগুলি চিনে ব্যবসা করতে এলে চিনা সম্রাট বছরের একটি বিশেষ দিনে তাদের কাছ থেকে নজরানা গ্রহণ করতেন। চিন মনে করত, তত্ত্বগতভাবে যে কোনো রাষ্ট্র চিনের করদ রাষ্ট্র। তাই নজরানা দেবার সময় তাদের চিনা দরবারে কাউ-টাও প্রথায় নতজানু হয়ে নজরানা দিতে হত।

নজরানার পরিমাণ কত, সময়ের ব্যবধানে পাঠাতে হবে এবং কোন পথ ধরে নজরানা চিনে আসবে—এই সবই নির্ধারিত হত চিনা সম্রাটের দরবারে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূত ও বণিকেরা এই অপমানজনক নজরানা পদ্ধতি ও কাউ-টাও প্রথা উচ্ছেদ করার দাবী জানালে চিনা কর্তৃপক্ষ তাদের দাবী অস্বীকার করেন।

ইউরোপীয় বণিকেরা নজরানা প্রথার সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল। প্রসঙ্গতঃ চিনে প্রচলিত junk trade ছিল নজরানা প্রথা বর্হিভূত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এই পদ্ধতিতে চিনে ব্যবসা চালাত। নজরানা প্রথাটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। করদ দেশগুলি, এমনকি চিনা রাজদরবারের কাছেও এটি খুব লাভজনক ছিল না।

নজরানা প্রথা বা Tribute system এর কবে কেন অবসান ঘটে?

পাশ্চাত্য বণিকদের সক্রিয় বিরোধিতা, junk trade এর প্রাধান্য, ক্যান্টন বাণিজ্য প্রথার ব্যয়বহুলতা প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নজরানা প্রথার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। শেষপর্যন্ত ১৮৩৯-৪২ খ্রীঃ প্রথম অহিফেন যুদ্ধে চিন পরাজিত হলে নজরানা প্রথার অবসান ঘটে এবং 'সন্ধি ব্যবস্থা'র সূত্রপাত ঘটে।